রচনা এবং অন্যান্যরা

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং আরেকজন

(রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং (গুলি) ২০২০ এর ১৪১০)

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

[এ.এম. খানউইলকার, ইন্দু মালহোত্র এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান--অনুচ্ছেদ ৩২--ইউপিএসই পরীক্ষার শেষ অ্যাটেম্পিটির অধীনে রিট পিটিশন--২০২০ সালের সিভিল সার্ভিসেস (প্রাথমিক) পরীক্ষা শেষ হওয়ার কারণে অথবা বয়সসীমার কারণে ভবিষ্যতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং কোভিড ১৯ মহামারীর কারণে তারা ২০২০ সালের পরীক্ষায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, তাই ভারতের প্রথম উত্তরদাতা-ইউনিয়নকে আরও একটি প্রচেষ্টা বাড়ানোর জন্য ম্যান্ডামাস অনুরোধ করেছে--স্থির হয়েছেঃ এই ধরনের নির্দেশনা জারি করা যায় না--নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি এই আদালত দ্বারা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকে যদি এটি একেবারেই কৌতুহলী, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বা কারণ সম্পর্কে অবহিত না হয়--কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নীতি প্রণয়নের জন্য ম্যান্ডামাস জারি করা একেবারেই আলাদা--উন্নত প্রশাসনের জন্য এবং প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নির্বাহী বিভাগ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে একই সাথে, আইন প্রণয়ন করা আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে নেই--আদালতকে নীতিগত সিদ্ধান্তের বৈধতা বিবেচনা করার জন্য বলা হয় শুধুমাত্র তখনই যখন এই চ্যালেঞ্জ করা হয় যে এই ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত মৌলিক অধিকার বা অন্য কোনও আইনগত অধিকার লঙ্ঘন করে--শুধুমাত্র নীতিগত কারণে, যদি ১ম বিবাদী অতীতে পরীক্ষার ধরণ/পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের কারণে শিথিলতা মঞ্জুর করে থাকেন এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, সিএসইতে অংশগ্রহণকারীর জন্য বাধা হিসেবে বিবেচিত হন, তাহলে আবেদনকারীরা ১ম বিবাদীর কাছে অধিকারের বিষয় হিসেবে আদেশ চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সহায়তা দাবি করতে পারবেন না--পূর্বে নির্বাহী কর্তৃক গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে - প্রশাসনিক আইন - নীতিগত সিদ্ধান্ত - বিচারিক পর্যালোচনা।

রিট পিটিশন খারিজ করে, আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১) ২০১৫ সাল থেকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন হয়নি এবং ২০২০ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ১ম উত্তরদাতা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নিয়মাবলী অবহিত করার পর, বিজ্ঞপ্তিটি ৩১শে মে, ২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর অভূতপূর্ব পরিস্থিতির কারণে, কমিশন পরীক্ষা স্থগিত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, লকডাউন শিথিল হওয়ার পর, শেষ পর্যন্ত ৫ জুন, ২০২০ তারিখে ৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাই, তিন মাসের পরিবর্তে, প্রার্থীরা অতিরিক্ত পাঁচ মাস (অর্থাৎ আট মাস) সময় পান, যা সাধারণত ২০২০ সালের নিয়ম অনুসারে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

১.২) ২০২০-র নিয়মাবলীর আওতায়, শুধুমাত্র 'অরম "পূরণ করা কোনও প্রচেষ্টার সুবিধা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি কেউ প্রাথমিক পরীক্ষার পত্রিকায় উপস্থিত হন, যা প্রার্থী দ্বারা নেওয়া একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা হত এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, আবেদনপত্র পূরণ হওয়ার পরে, যে প্রার্থীরা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের আবেদনপত্র প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন, কমিশন দ্বিতীয়বারের জন্য উইন্ডোটি খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা সাধারণভাবে নিয়মের পরিকল্পনার অধীনে উপলব্ধ নয়, সেই প্রার্থীদের জন্য যারা ১লা আগস্ট, ২০২০ থেকে ৮ই আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত তাদের আবেদন প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পরীক্ষাটি ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০-তে নির্ধারিত ছিল, কেবলমাত্র সেই প্রার্থীরা রয়ে গিয়েছিলেন যারা ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পরে, যখন তারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি, তখন এটি কোভিড-১৯ মহামারীর সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে তাত্ক্ষণিক মামলা মোকদ্দমার একটি পথ তৈরি করেছে যে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম ছিল যা কমিশন ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০-এ প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য শুরু করেছে।

১.৩) এই আদালত এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না যে ২০২০ সালের বর্তমান পরীক্ষা ছাড়াও কোভিড ১৯ মহামারী চলাকালীন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় পরিষেবার জন্য অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষা/নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল,

এবং তা ছাড়াও, রাজ্য কমিশন/নিয়োগকারীদের অবশ্যই তাদের পরীক্ষা/নিয়োগ পরিচালনা করতে হবে এবং কেবলমাত্র বর্তমান আবেদনকারীরা এই আদালতে অভিযোগ করেছেন বলে, কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত সুযোগ/প্রচেষ্টা চাওয়ার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া যাবে না, যা কেবলমাত্র প্রার্থীরা ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেননি, বরং প্রার্থীরা রাজ্য কমিশন বা অন্যান্য নিয়োগ সংস্থা দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষা/নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবং বৃহত্তরভাবে, সমাজের প্রতিটি সদস্য কোনও না কোনও উপায়ে তবে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত সুবিধা/প্রচেষ্টা দাবি করার বৈধ অধিকার দেয় না যা অন্যথায় ২০২০ সালের প্রকল্প বিধিগুলির অধীনে অনুমোদিত নয়।

১.৪) সাধারণ বিভাগে উপস্থিত প্রার্থীদের জন্য সীমিত প্রচেষ্টা রয়েছে এবং নিয়ম ২০২০ এর স্কিম প্রথম উত্তরদাতাকে প্রচেষ্টা বা বয়সের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় দেওয়ার কোনও বিচক্ষণতা প্রদান করে না এবং যে কোনও বিচক্ষণতা প্রয়োগ যা প্রথম উত্তরদাতার উপর ন্যস্ত নয়, তা যদি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা নিয়ম ২০২০ এর স্কিম লঙ্ঘন হতে পারে।

১.৫) পূর্ববর্তী কার্যধারায় ২০২০ সালের ডবলুপি(সি) নং ১০১২-তে প্রদত্ত ৩০.৯.২০২০ তারিখের এই আদালতের আদেশের প্রতি মনোযোগ দিয়ে, এই আদালত সেই প্রার্থীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখিয়েছে যারা তাদের শেষ প্রচেষ্টায় ছিলেন এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য বয়সসীমাও বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যদি তাদের কোনও ছাড় দেওয়া যায়। এই আদালতের আদেশ মেনে, ১ম উত্তরদাতা এমন একটি উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল যা এই ধরনের প্রার্থীদের সান্ত্বনা দিতে পারে এবং এই আদালতের সামনে এটিও সংরক্ষণের সাথে রেখেছিল যে ২০২০ সালের পরীক্ষায় শেষ এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টার সুবিধা নেওয়া প্রার্থীদের জন্য একটি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি তারা ২০২০ সালের বিধিমালার বিধি ৬ এর অধীনে প্রদত্ত তাদের নিজ নিজ বয়সের মধ্যে থাকে।

১.৬) যদি অতিরিক্ত প্রচেষ্টার সুযোগ শুধুমাত্র শেষবার পরীক্ষার্থীদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে এই কারণে যে তারা কোভিড-১৯ মহামারির সময় ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন, তাহলে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থী, তাদের প্রচেষ্টার প্রকৃতি (যেমন ১ম, ২য় ইত্যাদি) নির্বিশেষে, একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন যেমনটি রিট আবেদনকারীরা সম্মুখীন হয়েছেন এবং প্রত্যেকেই কোভিড-১৯ মহামারির সময় কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। একই সময়ে, এই যুক্তিটি উচ্চ বয়সের বাধা অতিক্রমকারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আরও, যখন ২০২০ সালের বিধিমালা ৬-এর অধীনে প্রদত্ত বিধি ব্যতীত প্রার্থীদের বয়সের বন্ধনীতে ছাড় দেওয়ার জন্য প্রথম উত্তরদাতার কাছে কোনও বিচক্ষণতা অবশিষ্ট থাকে না, যা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান আবেদনকারীরা অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করার অধিকারী নন এবং এটি ছাড়াও, যারা প্রস্তুতির অভাবে বা কিছু ব্যক্তিগত কারণে তাদের ফর্ম প্রত্যাহার করেছেন কিন্তু সি. এস. ই ২০২১-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য উচ্চ বয়স সীমা অতিক্রম করেছেন, তারাও দাবি করার সমান অধিকারী হবেন এবং প্রার্থী ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন কিনা এবং সাস্ট প্রচেষ্টার সুবিধা নিয়েছেন কিনা বা প্রচেষ্টা এখনও তাঁর হাতে রয়েছে কিনা বা উচ্চ বয়স সীমা অতিক্রম করেছেন কিনা তা নিয়ে কোনও পার্থক্য করা যাবে না।

১.৭) প্রচেষ্টার সংখ্যা বা বয়সে কোনো রকম ছাড় ২০২০ সালের বিধির কাঠামোর আওতায় উপলব্ধ নয় এবং একই সঙ্গে, প্রথম প্রতিপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব, যা আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীদের নিজেদের দ্বারাও বৈষম্যমূলক চরিত্রের অভিযোগ হিসেবে উত্থাপিত হয়েছে, তা এড়ানো উচিত এবং যেকোনো শিথিলতা, যা প্রচেষ্টা বা বয়সের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের বিধির আওতায় অনুমোদিত নয়, তা বিধির পরিপন্থী হবে, এটি নিয়ম লঙ্ঘনকারী হতে পারে এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের এই আদালতের আদেশ মেনে প্রথম উত্তরদাতা যা প্রস্তাব করেছেন তা বাস্তবায়নে বিচক্ষণতা প্রয়োগ না করা বৈধ।

১.৮) পূর্ববর্তী বাছাইগুলিতে নীতি হিসাবে উত্তরদাতা যে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করেছেন এবং তিনি আবেদনকারীদের উপস্থাপন করেছেন, তার একটি বৈধ প্রত্যাশা রয়েছে যে সরকারকে অবশ্যই তার বিবেচনাধিকার প্রয়োগ করতে হবে যাতে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকালে আবেদনকারীদের যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা অতিক্রম করা যায়,

এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণের অধিকার অস্বীকৃত হওয়া যা সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হিসেবে দাবি করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন কারণ পূর্ববর্তী সময়ে কার্যনির্বাহী কর্তৃক গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ, যার উল্লেখ করা হয়েছে, তা সর্বদা সংশ্লিষ্ট সময়ের বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল এবং যেভাবে তা যোগ্য কর্তৃপক্ষ বা প্রথম প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির আলোকে স্বাধীনভাবে পরীক্ষিত হতে হবে যেমনটি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১.৯) এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন স্পেলে ঊর্ধ্ব বয়সসীমা এবং প্রচেষ্টার সংখ্যা সর্বদা পরিবর্তিত হয় এবং আরও জোর দেওয়া হয়েছিল যে ২০১৫ সালে, প্রথম উত্তরদাতা সিএসই ২০১১-এ অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০১৫-তে আরও একবার চেষ্টা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও প্রতিপক্ষগণ তাদের জবাবে যুক্তি প্রদান করেছেন যে ২০১১ সালের সিভিল সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষার প্যাটার্নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ায় বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে প্রথম প্রতিপক্ষ তার বিচক্ষণতায় ২০১১ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এমন প্রার্থীদের জন্য, যারা ঊর্ধ্ব বয়সসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন অথবা নির্ধারিত প্রচেষ্টার সংখ্যা শেষ করে ফেলেছিলেন, সিএসই ২০১৫-তে আরও একটি প্রচেষ্টার অনুমতি প্রদানকে যথোপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিল এবং সেটিই ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি যা প্রথম প্রতিপক্ষকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল, তবে এটি কোনোভাবেই আবেদনকারীদের জন্য এক অতিরিক্ত প্রচেষ্টার দাবি করার অধিকারস্বরূপ পূর্ববর্তী উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে না, যা ২০২০ সালের বিধির কাঠামোর আওতায় অনুমোদিত নয় বা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সহায়তায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে না যাতে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে তারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন বলে দাবি করেছেন তা সমাধান করা যায়।

২.১) নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি খুব সীমিত উদ্দেশ্যে এই আদালতের দ্বারা বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত এবং এই আদালত এইভাবে প্রণীত জননীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি এটি একেবারেই কৌতুহলী, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বা কারণ সম্পর্কে অবহিত না হয়।

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম এম. সেলভাকুমার এবং অন্যান্যরা (২০১৭) ৩ এস. সি. সি ৫০৪: [২০১৭] ৪ এস. সি. আর ১৩৭-এর উপর নির্ভরশীল,

২.২) কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নীতি প্রণয়নের জন্য নির্দেশ জারি করা সম্পূর্ণ আলাদা। উন্নত প্রশাসনের জন্য এবং প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যনির্বাহীর এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে, তবে একই সাথে আইন প্রণয়ন করা আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে নেই। আদালত আইনগুলি ব্যাখ্যা করে এবং এই ধরনের ব্যাখ্যায় কিছু সৃজনশীল প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। আইনটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। তাও যেখানে এটি আহ্বান করা হয়। পুলিশ সিদ্ধান্তের বৈধতা বিবেচনা করার জন্য আদালতকে আহ্বান জানানো হয় তখনই যখন কোনও বিরোধিতা করা হয় যে এই জাতীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত সংবিধান বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ অধিকার দ্বারা গ্যারান্টিযুক্ত মৌলিক অধিকার লঙঘন করে। কেবলমাত্র কারণ নীতিগত বিষয় হিসাবে, যদি প্রথম উত্তরদাতা অতীতে পরীক্ষার ধরণ/পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন হওয়ার কারণে ছাড় দেন এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে সি. এস. ই-তে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বাধা হিসাবে বিবেচিত হন, তবে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে, যারা চূড়ান্ত এবং শেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন অথবা উচ্চ বয়স অতিক্রম করেছেন, তাদের অধিকার হিসেবে, নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রথম উত্তরদাতার কাছে আদেশ চাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা কোনও সহায়তা দাবি করতে পারবেন না।

৩) এই বিষয়টি নজরে আনা হয়েছে যে, শুধুমাত্র এই আদালতের সামনে বিচারক/হস্তক্ষেপকারীরা নন, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বিপুল সংখ্যক প্রার্থী রয়েছেন এবং প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে কিছু সীমাবদ্ধতা/প্রতিবন্ধকতা/অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই আদালত বিচারিক বিজ্ঞপ্তি নিতে পারে যে এই আবেদনকারীরা ২০১৫ সাল থেকে পূর্ববর্তী বছরগুলিতে একই ধরণের পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছেন এবং কোভিড ১৯ মহামারীর আড়ালে যা দাবি করা হচ্ছে এবং প্রার্থনা করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সিএসই ২০২১-তে অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা নেওয়ার একটি অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং জমা দেওয়া কোনও যুক্তিতেই কোনও সারবস্তু নেই।

৪) কমিশন কর্তৃক এই আদালতে প্রদত্ত তথ্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে কোভিড ১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় পরিষেবা কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্বাচনগুলি অবশ্যই রাজ্য কমিশন এবং অন্যান্য নিয়োগ সংস্থাগুলি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

যদি এই আদালত ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কয়েকজনকে অনুগ্রহ দেখায়, তবে এটি একটি নজির স্থাপন করবে এবং অন্যান্য ধারাগুলিতে পরীক্ষার উপরও ক্যাসকেডিং প্রভাব ফেলবে, যার জন্য এই আদালত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে, এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই সিদ্ধান্তটি প্রথম উত্তরদাতা বা কার্যনির্বাহীকে এই আদালতের কাছে উত্থাপিত সমস্যার প্রকৃতি পূরণে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে সীমাবদ্ধ করবে না, যদি ভবিষ্যতে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজন হয়।

মামলার প্রসঙ্গ

[২০১৭] ৪ এস.সি.আর ১৩৭ নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৪৩

দেওয়ানী মূল এখতিয়ারঃ রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং (গুলি)। ২০২০ সালের ১৪১০

ভারতের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের অধীনে।

'শ্যাম দিওয়ান, সি. ইউ. সিং, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী অনুশ্রী প্রশান্ত কাপাডিয়া, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

তুষার মেহতা, এসজি, এস. ভি. রাজু, এ. এস. জি, পি. এস. নরসিমা, পল্লভ শিশোদিয়া, প্রবীণ আইনজীবী, কানু আগরওয়াল, রজত নায়ার, অরবিন্দ কুমার শর্মা, রোহিত শর্মা, অতুল আগরওয়াল, রওনক নায়েক, সুশ্রী আরজু চৌধুরী, সুশ্রী কান্তি প্রতাপ সিং, কুমার দুষ্যন্ত সিং, বিবেক তিওয়ারি, সুশ্রী প্রিয়াঙ্কা দুবে, ডাঃ বিনোদ কুমার তিওয়ারি, নরেশ কৌশিক, বর্ধমান কৌশিক আদিত্য চ্যাটার্জি, সুশ্রী প্রচেতা কর, কুণাল মিমানি, সুশ্রী গরিমা বাজাজ, আশুতোষ ঘাড়ে, হর্ষ ভি সুরানা, কে. এল. জানজানি, উত্তরদাতাদের জন্য আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি দিয়েছেন

রাস্তোগি, বিচারপতি

১) হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন (গুলি) অনুমোদিত।

২) আবেদনকারীদের ব্যাচ আশা করেছিল যে তাদের শেষ প্রচেষ্টায় তারা সিভিল সার্ভিসেস (প্রিলিমিনারি) পরীক্ষা, ২০২০ (সংক্ষেপে "পরীক্ষা ২০২০")-তে উত্তীর্ণ হতে পারে যা ৪ অক্টোবর ২০২০-তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু যখন তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তখন সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করে এই আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীদের আরও একটি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা বৃদ্ধির জন্য প্রথম বিবাদীর প্রতি আদেশ চাওয়া হয়,

কারণ উপলব্ধ প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বা ২০২০ সালের পরীক্ষার পরবর্তী বয়সসীমার কারণে ভবিষ্যতে তাদের পরীক্ষার চেষ্টা করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

৩) তাৎক্ষণিক আবেদনে যে প্রার্থনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

"(ক) ম্যান্ডামাস বা অন্য কোনও উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করুন এবং ঘোষণা করুন যে ২০২০ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা যাদের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৯, ২৯ এবং ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী হিসাবে শেষ প্রচেষ্টা হবে, এবং ম্যান্ডামাস বা প্রকৃতির উপযুক্ত রিট, আদেশ বা নির্দেশ জারি করার মাধ্যমে, এবং/অথবা অন্য কোনও রিট, আদেশ বা নির্দেশ, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, আবেদনকারী সহ শেষ প্রচেষ্টার প্রার্থীদের অনুমোদিত প্রচেষ্টার সংখ্যা ছাড়াও একটি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দেওয়ার জন্য উত্তরদাতাদের নির্দেশ দিনঃ এবং

(খ) মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই মাননীয় আদালত উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে করতে পারে এমন অন্য কোনও আদেশ বা নির্দেশনা পাস করুন।

<u>সংক্ষিপ্ত বাস্তব ম্যাট্রিক্স</u>

৪) নথি থেকে বর্ণিত এবং এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি হল যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রতি বছর ২য় উত্তরদাতা (ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন-ইউপিএসসি) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ২০২০ সালের জন্য কর্মী, জন অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রক (কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ) ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নিয়মগুলি অবহিত করে, যা ২৪টি পরিষেবা/পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় উত্তরদাতা দ্বারা তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবেঃ-(i) প্রাথমিক (i) প্রধান (iii) ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা।

৫) সিভিল সার্ভিসে চূড়ান্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত বিধিমালাটি সম্পূর্ণ কোড। প্রচেষ্টার সংখ্যা এবং বয়স সম্পর্কিত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত পরামিতিগুলি ২০২০ সালের বিধিমালাটির নিয়ম ৪ এবং নিয়ম ৬-এর অধীনে সরবরাহ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নিয়ম ৪ এবং নিয়ম ৬ এখানে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"৪) পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রত্যেক প্রার্থী যিনি অন্যথায় যোগ্য, তাঁকে পরীক্ষায় ছয়বার চেষ্টা করার অনুমতি দেওয়া হবে।

শর্ত থাকে যে, প্রচেষ্টার সংখ্যার উপর এই সীমাবদ্ধতা তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যারা অন্যথায় যোগ্য।

আরও শর্ত থাকে যে, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর, যারা অন্যথায় যোগ্য, তাদের জন্য অনুমোদিত প্রচেষ্টার সংখ্যা হবে নয়, এই ছাড় সেইসব প্রার্থীদের জন্য উপলব্ধ থাকবে যারা এই ধরনের প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধা নিতে যোগ্য।

আরও শর্ত থাকে যে, বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রার্থীরা তাঁর সম্প্রদায়ের বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য প্রার্থীদের জন্য যতটা সম্ভব প্রচেষ্টা পাবেন, এই শর্ত সাপেক্ষে যে সাধারণ এবং ইডব্লিউএস বিভাগের বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রার্থী নয়টি প্রচেষ্টার জন্য যোগ্য হবেন। বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট বিধি/প্রবিধানগুলিতে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনগুলি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলাদাভাবে নেওয়া হচ্ছে। বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রার্থী যারা এই ধরনের প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তাদের জন্য ছাড় পাওয়া যাবে।

দ্রষ্টব্যঃ

(I) প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটি প্রচেষ্টা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা হবে।

(II) যদি কোনও প্রার্থী প্রকৃতপক্ষে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় কোনও একটি পত্রিকায় উপস্থিত হন, তবে তিনি পরীক্ষায় চেষ্টা করেছেন বলে মনে করা হবে।

(III) প্রার্থীতা অযোগ্য/বাতিল হওয়া সত্ত্বেও, পরীক্ষায় প্রার্থীর উপস্থিতির বিষয়টি একটি প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য হবে।

৬) (ক) একজন প্রার্থীকে অবশ্যই ২১ বছর বয়স অর্জন করতে হবে এবং ২০২০ সালের ১লা আগস্ট ৩২ বছর বয়স অর্জন করতে হবে না, অর্থাৎ তার জন্ম অবশ্যই ২রা আগস্ট, ১৯৮৮-এর আগে এবং ১লা আগস্ট, ১৯৯৯-এর পরে হয়নি। বিভিন্ন পরিষেবা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট নিয়ম/প্রবিধানে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলাদাভাবে নেওয়া হচ্ছে।

(খ) উপরে নির্ধারিত উচ্চ বয়স-সীমা শিথিলযোগ্য হবেঃ

(i) কোনও প্রার্থী তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির হলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্তঃ

(ii) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যারা এই ধরনের প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত;

(iii) প্রতিরক্ষা পরিষেবার কর্মীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত, যে কোনও বিদেশী দেশের সাথে বা বিতরণকৃত অঞ্চলে শত্রুতার সময় অপারেশনে অক্ষম এবং তার ফলস্বরূপ মুক্তি;

(iv) কমিশন্ড অফিসার এবং ইসিও/এসএসসিও সহ প্রাক্তন সৈনিকদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত, যারা ১লা আগস্ট, ২০২০ তারিখে কমপক্ষে পাঁচ বছরের সামরিক পরিষেবা প্রদান করেছেন এবং মুক্তি পেয়েছেন;

(ক) অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে বরখাস্ত বা ডিসচার্জ ছাড়া অন্যথায় ২০২০ সালের ১লা আগস্ট থেকে এক বছরের মধ্যে যাদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার কথা; অথবা

(খ) সামরিক পরিষেবার কারণে শারীরিক অক্ষমতার কারণে; অথবা

(গ) অবৈধতার উপর।

(v) ই. সি. ও/এস. এস. সি. ও-দের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত, যাঁরা ২০২০-র ১লা আগস্ট পর্যন্ত পাঁচ বছরের সামরিক পরিষেবা প্রদান করেছেন এবং যাঁদের দায়িত্ব পাঁচ বছরেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে এবং যাঁদের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি শংসাপত্র জারি করে যে তাঁরা অসামরিক কর্মসংস্থানের জন্য আবেদন করতে পারেন এবং নিয়োগের প্রস্তাব প্রাপ্তির তারিখ থেকে নির্বাচনের তিন মাসের নোটিশে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

(vi) বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ (ক) অন্ধত্ব এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস;

(খ) বধির এবং শ্রবণশক্তিহীন; (গ) মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ রোগ নিরাময়, বামনতা, অ্যাসিড আক্রমণের শিকার এবং পেশীবহুল ডিস্ট্রফি সহ লোকোমোটর অক্ষমতা; (ঘ) অটিজম, বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতা, নির্দিষ্ট লিমিংগ অক্ষমতা এবং মানসিক অসুস্থতা; (ঙ) (ক) থেকে (ঘ) প্রকরণের অধীনে ব্যক্তির মধ্যে থেকে একাধিক প্রতিবন্ধকতা, যার মধ্যে বধির-অন্ধত্বও অন্তর্ভুক্ত।

দ্রষ্টব্য ।:-তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীরা যারা উপরের নিয়ম ৬ (খ)-এর অন্য যে কোনও ধারার আওতায় রয়েছেন, অর্থাৎ প্রাক্তন সৈনিক, বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভাগে আসা প্রার্থীরা [যেমন (ক) অন্ধত্ব এবং নিম্ন দৃষ্টি; (খ) বধির এবং শ্রবণশক্তিহীন; (গ) মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ রোগ নিরাময়, বামনতা, অ্যাসিড আক্রমণের শিকার এবং পেশীবহুল ডিস্ট্রফি সহ লোকোমোটর অক্ষমতা; (ঘ) অটিজম, বৌদ্ধিক অক্ষমতা, নির্দিষ্ট শেখার অক্ষমতা এবং মানসিক অসুস্থতা; (ঙ) প্রকরণ (ক) থেকে (ঘ) বধিরতা সহ ব্যক্তির মধ্যে একাধিক অক্ষমতা] উভয় বিভাগের অধীনেই ক্রমবর্ধমান বয়স-শিথিলকরণের জন্য যোগ্য হবে।

দ্রষ্টব্য ।।: প্রতিটি পরিষেবার কার্যকরী শ্রেণিবিন্যাস (এফসি) এবং শারীরিক প্রয়োজনীয়তার (পিআর) বিবরণ এই নিয়মগুলির পরিশিষ্ট ৪-এ নির্দেশিত হয়েছে যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর ধারা ৩৩ এবং ৩৪-এর বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সিসিএ) দ্বারা চিহ্নিত এবং নির্ধারিত হয়। সংযুক্তি ৪-এ উল্লিখিত কেবলমাত্র প্রতিবন্ধীদের (আই) বিভাগগুলি বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (পিডব্লিউবিডি) বিভাগের অধীনে পরীক্ষার জন্য আবেদন করবে। অতএব, বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভাগের প্রার্থীদের পরীক্ষার জন্য আবেদন করার আগে এটি সাবধানে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দ্রষ্টব্য ।।।:-সময়ে সময়ে সংশোধিত প্রাক্তন সেনাকর্মী (সিভিল সার্ভিসেস এবং পোস্টে পুনরায় নিয়োগ) বিধিমালা, ১৯৭৯-এ প্রাক্তন সেনাকর্মী হিসাবে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রাক্তন সেনাকর্মী শব্দটি প্রযোজ্য হবে।

দ্রষ্টব্য IV:-বিধি ৬ (খ) (iv) এবং (v)-এর অধীনে বয়সের ছাড় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভারতীয় ইউনিয়নের নিয়মিত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীতে যোদ্ধা বা অ-যোদ্ধা হিসাবে যে কোনও পদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং যিনি নিজের অনুরোধে অথবা পেনশন অর্জনের পর নিয়োগকর্তা কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয়েছেন।

দ্রষ্টব্য V:-উপরের নিয়ম ৬ (খ) (vi)-এর অধীনে বয়স-শিথিলকরণের বিধান থাকা সত্ত্বেও, বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রার্থীরা কেবল তখনই নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন যখন তিনি (সরকার বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ, ক্ষেত্রমত, যেমন শারীরিক পরীক্ষার পরে, নির্ধারণ করতে পারেন) সরকার কর্তৃক বেঞ্চমার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা সংশ্লিষ্ট পরিষেবা/পদগুলির জন্য শারীরিক এবং চিকিৎসা মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি ব্যতীত, নির্ধারিত বয়সসীমা কোনও অবস্থাতেই শিথিল করা যাবে না।

৬) এটি লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক হতে পারে যে, যে প্রার্থীরা পরীক্ষায় উন্মুক্ত বিভাগে উপস্থিত হন, তাদের জন্য তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতির সদস্যদের জন্য ছয়টি প্রচেষ্টার অনুমতি দেওয়া হয়, প্রচেষ্টার সংখ্যার উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই, অন্যথায় তারা যোগ্য। ওবিসি/ইডব্লিউএস বিভাগের অন্তর্গত প্রার্থীদের জন্য, তারা নয়টি প্রচেষ্টার সুবিধা নিতে পারেন। আরও একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে প্রার্থী যদি প্রাথমিক পরীক্ষার একটি পত্রিকায়ও উপস্থিত হন, তবে এটি একটি প্রচেষ্টা হিসাবে বিবেচিত হবে। একই সময়ে নিয়ম ৬-এর অধীনে প্রবেশের সময় বয়স ২১ বছর এবং প্রস্থানের সময় বয়স ৩২ বছর। তবে উল্লম্ব/অনুভূমিক সংরক্ষণের বিভাগগুলির জন্য উচ্চ বয়সসীমা শিথিলযোগ্য এবং সাধারণ বিভাগের প্রার্থীদের জন্য উচ্চ বয়স সীমাতে ছাড় দেওয়ার কোনও সক্ষম বিধান নেই, যেমন সাধারণ বিভাগের প্রার্থীরা যারা ২০২০ সালের ১লা আগস্টে ৩২ বছর বয়স অর্জন করেছেন, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে আসন্ন সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা, ২০২১ (সংক্ষেপে "সি. এস. ই ২০২১")-এ অংশ নিতে অযোগ্য হয়ে পড়েছিলেন।

৭) প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কমিশন দ্বারা শুরু করা হয়েছিল-২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রাথমিক পরীক্ষা ৩১শে মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এর সাথে সংযুক্ত সংযুক্তি ।।-খ অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পরে আবেদন প্রত্যাহারের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে, এটি ১২ই মার্চ, ২০২০ থেকে ১৮ই মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

এরপরে বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সমস্ত প্রার্থীকে প্রবেশপত্র জারি করা হয়েছিল, কিন্তু অভূতপূর্ব কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে, যা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২৪শে মার্চ, ২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে অবহিত করেছিল, কমিশন তার ৪ঠা মে, ২০২০ তারিখের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ২০২০ সালের পরীক্ষা স্থগিত করেছিল এবং আরও জানিয়েছিল যে পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচী পরবর্তী পর্যায়ে অবহিত করা হবে।

৮) ৫ই জুন, ২০২০-তে প্রকাশিত আনলক ১.০-এর নির্দেশিকাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০-তে প্রাথমিক পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেশ কয়েকজন প্রার্থী তাদের আপত্তি জমা দিয়েছেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, কমিশন প্রার্থীদের ১ জুলাই, ২০২০ তারিখের চিঠির মাধ্যমে তাদের সংশোধিত পরীক্ষার কেন্দ্রের পছন্দ জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং ১ আগস্ট, ২০২০ থেকে ৮ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত আবেদন প্রত্যাহারের সময়সীমা আরও উন্মুক্ত করেছে। এই আদালত বিচার বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তি নিতে পারে যে আবেদন প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থীদের দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়ার পরে, কেবলমাত্র সেই প্রার্থীরা রয়ে গিয়েছিলেন যারা তাদের মনস্থির করেছিলেন এবং পরবর্তী প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন যা ২০২০ সালের ৪ শতাংশ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

৯) অভিযোগ অনুসারে, যখন পরীক্ষা স্থগিত রাখার জন্য তাদের আবেদন/আপত্তির বিষয়ে বিবাদী পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তখন কিছু প্রার্থী ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে এই আদালতে ২০২০ সালের পরীক্ষা স্থগিত করার এবং উচ্চ বয়সসীমা শিথিল করার এবং অতিরিক্ত পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করার জন্য রিট পিটিশন (দেওয়ানী) নং ১০১২ দাখিল করেন। এই আদালতে রিট আবেদনকারীদের দ্বারা জমা দেওয়া জমা দেওয়ার বিষয়ে ২০২০ সালের ৪ঠা অক্টোবর অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সময়সূচী স্থগিত করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ জারি করতে এই আদালতকে প্ররোচিত করা হয়নি।উপরন্তু, একটি বিষয়ে, এই আদালত আশা প্রকাশ করেছে যে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই ধরনের প্রার্থীদের বয়সসীমা বাড়ানোর জন্য আরও একটি প্রচেষ্টা দেওয়ার সম্ভাবনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ২০২০ সালের ৪ঠা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দুটি পরীক্ষাকে ২০২১ সালের নির্ধারিত পরীক্ষার সাথে একীভূত করার জন্য জমা দেওয়া আবেদনটি অবশ্য এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়নি।

১০) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ বের করা হয়েছেঃ-

"(iv) আমাদের সামনে উত্থাপিত চতুর্থ বিষয়টি হল যে কিছু প্রার্থী শেষ চেষ্টা করছেন এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য বয়স-নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং যদি এই ধরনের প্রার্থীরা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারেন, তবে এটি তাদের জন্য ব্যাপক কুসংস্কার সৃষ্টি করবে।

এই প্রসঙ্গে, আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এম. এইচ. এ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক (এম. ও. এইচ. এফ. ডব্লিউ) এবং কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের (ডি. ও. পি. টি) পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী এস. ভি. রাজুকে এই ধরনের প্রার্থীদের বয়সসীমা বাড়ানোর জন্য আরও একটি প্রচেষ্টা দেওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেছি। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আদালতের অনুভূতি জানাতে এবং দ্রুত একটি আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নিতে সম্মত হয়েছেন।

১১) আসল বিষয়টি হল, সমস্ত রিট আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীরা ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০ তারিখে ৭৪টি শহরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। যুক্তিতর্ক চলাকালীন এই আদালতের নজরে নিম্নলিখিত তথ্য আনা হয়ঃ -

-২০২০ সালের পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করা প্রার্থীদের সংখ্যা-১০,৫৬,৮৩৫।

-৪ঠা অক্টোবর, ২০২০-এ উপস্থিত হওয়া প্রার্থীদের সংখ্যা-৪৮৬,৯৫২।

-২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এবং ২০২১-এর জন্য বয়সসীমা অর্জন না করা শেষ প্রচেষ্টার প্রার্থীদের সংখ্যা-৩৮৬৩ ।

২০২০ সালের সিএসই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং ২০২১ সালের সিএসই পরীক্ষার জন্য বয়সসীমা অতিক্রমকারী শেষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা - ২২৩৬

-বয়স সীমার পরিপ্রেক্ষিতে শেষ চেষ্টা করা প্রার্থীরা কিন্তু উপস্থিত হননি-৪২৩৭

-শেষ প্রচেষ্টার সম্মিলিত প্রভাব দেখা দিয়েছিলঃ ৩৮৬৩ + ২২৩৬ = ৬০৯৯ যা পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রার্থীদের প্রায় ১.২৫%-এর কাছে আসে।

-২০২১ সালের জন্য উপস্থিত এবং অনুপস্থিত এবং যাদের শিথিলকরণ প্রয়োজন তাদের সম্মিলিত প্রভাব, অর্থাৎ মোট = ৩৮৬৩+২২৩৬ + ৪২৩৭ = ১০,৩৩৬ যা ২০২০ সালের পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করা মোট প্রার্থীদের ০.৯৭% তে আসে।

১২) বর্তমান আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীরা যখন কমিশন কর্তৃক ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হন, তখন তাঁরা তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করে এই আদালতের দ্বারস্থ হন এবং আদালত এই বিষয়টি লক্ষ্য করেন যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের পূর্ববর্তী কার্যধারায় গৃহীত আদেশের আলোকে, প্রার্থীদের বৈধ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এখনও কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারাধীন ছিল। এই আদালতকে সম্মান জানিয়ে রিট পিটিশনটি বিচারাধীন থাকাকালীন, প্রথম উত্তরদাতা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখের পর্যালোচনার জন্য রেখেছিলেন, যেখানে 'নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছিল যে সি. এস. ই ২০২১-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এককালীন ছাড় দেওয়া হবে, শুধুমাত্র সেই সমস্ত প্রার্থীদের যারা ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন তাদের শেষ অনুমোদিত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং অন্যথায় সি. এস. ই ২০২১-এ উপস্থিত হতে বয়স-নিষিদ্ধ নন, এবং যে প্রার্থীরা তাদের অনুমোদিত সংখ্যক প্রচেষ্টা শেষ করেননি বা সি. এস. ই ২০২১-তে উপস্থিত হতে বয়স-নিষিদ্ধ প্রার্থীদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে নথিতে রাখা সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি এখানে পুনরুত্পাদন করা হল:-

"এই মাননীয় আদালতের পরামর্শ অনুসারে, ভারত সরকার সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিম্নলিখিত এক্স-গ্রাশিয়া, এককালীন, সীমিত শিথিলতা প্রদানের জন্য সম্মত, যদি তা সম্মতি আদেশের অংশ হয়, এবং আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়। উত্তরদাতার কাছে সম্মত শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার (সিএসই) জন্য অতিরিক্ত একবার চেষ্টা করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সিএসই-২০২১-এর জন্য সীমাবদ্ধ, কেবলমাত্র সেই প্রার্থীদের জন্যই শিথিলতা মঞ্জুর করা যেতে পারে যারা সিএসই-২০২০-এ তাদের শেষ অনুমোদিত প্রচেষ্টা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যথায় সিএসই-২০২১-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য বয়স-সীমাবদ্ধ নন।

২) সি. এস. ই-২০২১-এর জন্য কোনও ছাড় দেওয়া হবে না সেই সমস্ত প্রার্থীদের জন্য যারা তাদের অনুমোদিত সংখ্যক প্রচেষ্টা শেষ করেননি বা সেই সমস্ত প্রার্থীদের জন্য যারা অন্যথায় বিভিন্ন বিভাগের নির্ধারিত বয়সসীমা অনুযায়ী সি. এস. ই-২০২১-এ উপস্থিত হতে বয়স-নিষিদ্ধ, বা অন্য কোনও কারণে অন্য কোনও প্রার্থীকে।

৩) প্রার্থীদের জন্য এই ছাড় এবং উপরে নির্ধারিত পরিমাণ পর্যন্ত, শুধুমাত্র এককালীন ছাড় হবে এবং শুধুমাত্র সি. এস. ই-২০২১-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এটিকে নজির হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।

৪) পয়েন্ট ১-এ প্রদত্ত ছাড়, ভবিষ্যতে যে কোনও সময় অন্য কোনও সেট/শ্রেণীর প্রার্থীদের পক্ষে সমতার ভিত্তিতে বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অন্য কোনও স্বার্থান্বেষী অধিকার তৈরি করবে না।

দলগুলির জমা দেওয়া

১৩) বিজ্ঞ আইনজীবীদের জন্য পরামর্শ জমা দেওয়ার মূল বিষয় হল, ২০২০ সালের মার্চ মাসে অভূতপূর্ব মহামারীর কারণে হঠাৎ ও কঠোর লকডাউন সাধারণ মানুষের জীবনে ব্যাপক ব্যাঘাত ঘটিয়েছে এবং গৃহীত পদক্ষেপগুলি ২০২০ সালের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে অনেক আশায়ীদের জন্য অসুবিধা ও বাধা সৃষ্টি করেছে এবং সরকার ২০২০ সালের পরীক্ষা আয়োজনের আগে শেষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছে যাতে তারা যথাযথ/উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় এবং শেষ-প্রশিক্ষণার্থীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম উত্তরদাতার পূর্ববর্তী নীতি থেকে অগ্রাধিকার লক্ষ্য করে, যার ফলে পর্যাপ্ত সুযোগ ও পরিকাঠামো না থাকলেও পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় না থাকায় ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয় এবং তারা অনিশ্চয়তার কারণে অন্ধ হয়ে যায়।

১৪) আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে মহামারী শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত অভূতপূর্ব পদক্ষেপের কারণে আবেদনকারীদের অসুবিধাজনক অবস্থানে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া, প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিতে কর্মরত প্রার্থীদের তাদের পরিষেবার প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণ আইন, ১৯৬৮ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫-এর আহ্বানের আলোকে ছুটি চাইতে বা ডিউটি/ওভারটাইম ডিউটি থেকে ছাড় দাবি করার কোনও যোগ্যতা ছিল না। আনলক মিডলাইনের ফলস্বরূপ প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং সরকারী চাকরিতে থাকা ব্যক্তিদের কোনও সুবিধা নেই।

১৫) বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করা তাদের মধ্যে গুরুতর বৈষম্যের শিকার করে তুলবে যারা অভূতপূর্ব মহামারী চলাকালীন তাদের প্রস্তুতিতে আবেদনকারীদের মতো বাধাগুলির মুখোমুখি হয়নি। যদিও স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার সময় ২০২০ সালের পরীক্ষা ছেড়ে দেওয়ার বিকল্প ছিল, বিশেষত বয়সের দিক থেকে শেষ অ্যাটেম্পটিদের কোনও বিকল্প ছিল না এবং প্রস্তুতির সুযোগের অভাব সত্ত্বেও পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল যা ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

১৬) বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আবেদনকারীরা যে অগণিত, অনিবার্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতির জন্য তাদের মৌলিক সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত ছিলেন, যা তাদের প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এবং এমনকি পরীক্ষার তারিখেও সমগ্র দেশে বিরাজ করছিল, তবে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের উপর এবং কমপক্ষে যারা প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদানকারী তাদের উপর এর প্রভাব অভিন্ন নাও হতে পারে এবং এই ধরনের প্রার্থীরা আরও একটি প্রচেষ্টা পাওয়ার যোগ্য যখন তারা ২০২০ সালে তাদের শেষ প্রচেষ্টাটি কার্যত অনিবার্য পরিস্থিতির জন্য হেরে গিয়েছিলেন এবং এমন বছরগুলিতে বয়সের ছাড়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা মঞ্জুর করার অতীত নজির রয়েছে যখন ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রার্থীরা বিভিন্ন কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

১৭) হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছিলেন যে প্রথম উত্তরদাতা কর্তৃক ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি তারিখের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হয়েছিল শুধুমাত্র সেই সমস্ত প্রার্থীদের মধ্যে এককালীন ছাড় দেওয়ার জন্য যারা তাদের শেষ অনুমোদিত প্রচেষ্টা হিসাবে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এবং অন্যথায় সি. এস. ই ২০২১-এ উপস্থিত হতে বয়স-সীমাবদ্ধ নয়, যে প্রার্থীরা তাদের অনুমোদিত সংখ্যক প্রচেষ্টা শেষ করেননি বা যে প্রার্থীরা অন্যথায় সি. এস. ই ২০২১-এ উপস্থিত হতে বয়স-নিষিদ্ধ রয়েছেন তাদের কোনও ছাড় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নয় এবং ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রার্থীদের গোষ্ঠীর মধ্যে এই জাতীয় কোনও শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে না যারা শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন এবং সি. এস. ই ২০২১-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন কারণ প্রচেষ্টা ক্লান্ত হয়ে গেছে বা উচ্চ বয়স সীমা অতিক্রম করেছে এবং ১ম উত্তরদাতার কাছ থেকে পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং সবাইকে এককালীন ছাড় দেওয়ার আশা করা হয়েছিল, যারা ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন বা ২০২১ সালের সমস্ত বাধা অতিক্রম করেছেন কিনা তা নির্বিশেষে।

১৮) হস্তক্ষেপকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জমা দিয়েছেন যে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রার্থীরা অভূতপূর্ব মহামারীর কারণে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাদের সামনে আসা বিভিন্ন বাধার কারণে তারা পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেননি যার যথেষ্ট কারণ এই আদালতে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, অন্তত এই বিষয়ে একটি নমনীয় এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, এই আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে, যেখানে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের একবার অতিরিক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছাড় দেওয়া হবে, তা নির্বিশেষে যে কেউ ২০২০ সালের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত প্রচেষ্টার সংখ্যা শেষ করে ফেলেছেন বা সর্বোচ্চ বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন এবং এটি পরীক্ষার অখণ্ডতা বা সিএসই ২০২১ এর সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের এবং যারা ইতিমধ্যেই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তাদের উপর কোনও বিধিনিষেধের উপর প্রভাব ফেলবে না।

প্রার্থীদের সমস্ত আশা শেষ প্রচেষ্টায় রয়ে গেছে তবে তাদের সামনে আসা অভূতপূর্ব পরিস্থিতির কারণে তা ব্যর্থ হয়েছিল এবং এটিই ছিল একমাত্র কারণ যার জন্য তারা ২০২০ সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রাখতে সক্ষম হয়নি।

১৯) এর বিপরীতে, উত্তরদাতারা তাদের সমর্থনে পাল্টা হলফনামা দাখিল করেছেন এবং বলা হয়েছে যে ২০১৫ সাল থেকে প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা হয়নি এবং কোনও প্রার্থীর পক্ষে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব নয় এবং এর জন্য অনেক পরিকল্পনা প্রয়োজন, এই প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। প্রার্থীদের প্রবেশের বয়স ২১ বছর এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য প্রস্থানের বয়স ৩২ বছর। উল্লম্ব/অনুভূমিক সংরক্ষণের নির্দিষ্ট বিভাগে উপস্থিত প্রার্থীদের জন্য ছাড়/উচ্চ বয়স সীমা উপলব্ধ। সুতরাং, সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ১১ বছরের একটি সময় থাকে যদি তারা ২১ বছর বয়সে প্রস্তুতি শুরু করতে সক্ষম হয়। ২০২০ সালের বিধি অনুসারে প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে, প্রকল্প অনুসারে, পরীক্ষাটি ৩১শে মে, ২০২০-তে নির্ধারিত ছিল। সাড়ে তিন মাসের একটি স্পষ্ট সময় ছিল এবং প্রার্থীরা তাদের শেষ প্রচেষ্টায় উপস্থিত হওয়ার সময়, তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকবে যাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে তারা প্রাথমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করেছে কারণ ২০১৫ সালের পরে পাঠ্যক্রমের কোনও পরিবর্তন কার্যকর করা হয়নি কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর অভূতপূর্ব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কমিশন পরীক্ষা স্থগিত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ২০২০ সালের ৫ই জুন ঘোষণা করা হয়েছিল যে পরীক্ষাটি ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০ তারিখে নির্ধারিত হবে। অতএব, নিয়মের আওতায় প্রয়োজনীয় তিন মাসের পরিবর্তে, ২০২০ সালের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এবং কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সৃষ্ট কষ্টের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রার্থীরা প্রায় পাঁচ মাস (অর্থাৎ আট মাস) অতিরিক্ত সময় পেয়েছিলেন, উত্তরদাতার দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। যতদূর পর্যন্ত আবেদনকারীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা বা অতিরিক্ত বছরের দাবি সম্পর্কিত, এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত 'প্রচেষ্টা বা বছর' দেওয়ার ফলে সি. এস. ই ২০২১-তে উপস্থিত প্রার্থীদের অসুবিধা হবে এবং আবেদনকারীদের দ্বারা অতিরিক্ত প্রচেষ্টার দাবি করা হয়েছে যারা শেষ প্রয়াসকারী বা বয়স সীমা অতিক্রম করেছেন।

২০) বিজ্ঞ আইনজীবীর মতে, এর ফলে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে কারণ এই কোভিড-১৯ মহামারীর সময় প্রচেষ্টার প্রকৃতি (যেমন, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি) নির্বিশেষে সকল প্রচেষ্টাকারীরই ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে এবং তাই শুধুমাত্র শেষ প্রচেষ্টাকারীদের অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দেওয়ার বিবেচনা বৈষম্যমূলক হবে।

একই সময়ে, এই ধরনের সফল প্রার্থীরাও অভিযোগ করতে পারেন কিন্তু কোভিড-১৯-এর ক্ষেত্রে, সফল প্রার্থীদের তালিকায় তাদের স্থান অনেক বেশি হত, তাই তাদের অতিরিক্ত সুযোগও দেওয়া উচিত। উচ্চ বয়সের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য হবে এবং যতদূর পর্যন্ত আবেদনকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া বিষয়গুলি সম্পর্কিত, এগুলি মূল যুক্তিটির প্রতি বিদ্বেষ ছাড়াই যে তারা অনুরোধ অনুযায়ী ছাড়ের অধিকারী নয়।

২১) আরও বলা হয়েছে যে, প্রথম জাতীয় লকডাউন ২৫শে মার্চ, ২০২০ তারিখে কার্যকর হয়েছিল, অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকাশিত পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির দেড় মাস পর। ১লা জুন, ২০২০ থেকে, মাসিক ভিত্তিতে লকডাউনের ধীরে ধীরে আনলক শুরু হয়েছিল এবং ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০ তারিখে প্রাথমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন আনলক নির্দেশিকা ৫.০ কার্যকর ছিল। আবেদনকারীদের এই যুক্তি পূরণ করার জন্য যে পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলিতে ছাড় দেওয়ার নজির রয়েছে, এটি বলা হয়েছে যে এগুলি একটি নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিস্থিতিতে নির্বাহী কর্তৃক গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং বর্তমান সিদ্ধান্তটি প্রদত্ত পরিস্থিতিতে স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করতে হবে, যার কোনও আপেক্ষিকতা বা তুলনা নেই।

২২) আরও বলা হয়েছে যে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা ২০২০ সালের পরীক্ষার নিয়ম মেনে নিয়েছিলেন এবং এখন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও ব্যর্থ হওয়ার পর, ২০২০ সালের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর তাদের একই সাথে অনুমোদন এবং প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। জমা দেওয়া ভাল নাও হতে পারে কারণ তাদের আবেদন সি. এস. ই ২০২১-তে উপস্থিত হওয়ার জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দেওয়ার জন্য এবং আবেদনকারীরা ২০২০ সালের প্রাথমিক পরীক্ষার নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন করেননি, প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

২৩) দ্বিতীয় বিবাদী (ইউপিএসসি) তাদের পাল্টা হলফনামাও দাখিল করেছেন এবং বলা হয়েছে যে ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশে বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে, কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা পুনঃনির্ধারণের জন্য বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে লকডাউনের সময়কালে কোনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে এনডিএ এবং এনএ পরীক্ষা (১) এবং (২) দিয়ে পরীক্ষা পুনরায় শুরু হয়েছিল এবং ২০২০ পরীক্ষা ছাড়াও, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে ২০ ডিসেম্বর, ২০২০ সময়কালে কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষা এবং নিয়োগ পরীক্ষাগুলি নিম্নরূপ:-

ক্রমিক সংখ্যা	পরীক্ষার নাম	পরীক্ষার তারিখ	আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা	উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা
১	এনডিএ/এনএ পরীক্ষা (I) এবং (II)	০৬/০৯/২০২০	৫৩০১৮৫	২৪০৪৪৫
২	সিভিল সার্ভিসেস (প্রাক) পরীক্ষা	০৪/১০/২০২০	১০৪০০৬০	৪৮২৭৭০
৩	ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিষেবা	১৬-১৮ অক্টোবর, ২০২০	১০৪৫৮	১৪৬১
৪	ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষেবা পরীক্ষা	১৬-১৮ অক্টোবর, ২০২০	১২০৯০	১৭৫৩
৫	সম্মিলিত ভূ-বিজ্ঞানী (প্রধান) পরীক্ষা	১৭-১৮ অক্টোবর, ২০২০	৭২০	৬১৯
৬	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (মেইন) পরীক্ষা	১০/১০/২০২০	২২৬৩	১৯৫৫
৭	সম্মিলিত চিকিৎসা সেবা পরীক্ষা	২২/১০/২০২০	৪৩১২০	২০২১৩
৮	সম্মিলিত প্রতিরক্ষা পরিষেবা পরীক্ষা-II	০৮/১১/২০২০	২৩৪৩৪৩	১১৮২৫০
৯	কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী	২০/১২/২০২০	২৯৬০৬৬	৮৯৯৪৬

	পরীক্ষা			
১০	সিবিআরটি	২০/১২/২০২০	২৬৯৮৮	১৪২৫০
মোট			২১৯৬২৯৩	৯৭১৬৬২

২৪) কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে যদিও রিট আবেদনকারীদের অনুরোধ পূরণের ক্ষেত্রে প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিন্তু যতদূর পর্যন্ত দ্বিতীয় উত্তরদাতা (ইউপিএসসি) সম্পর্কিত, উক্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় পরিষেবার পরীক্ষা/নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সমস্ত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীরা ২০২০ সালের রীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, যার বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এই আদালত দ্বারা আর কোনও ভোগের প্রয়োজন নেই।

<u>বিশ্লেষণ</u>

২৫) আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিওয়ানকে শুনেছি; অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী এস. ভি. রাজু এবং উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী নরেশ কৌশিককে; হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পি. ভি. নরসিংহ এবং শ্রী পল্লব শিশোদিয়া এবং তাদের সহায়তায় 'নথিতে উপলব্ধ উপাদান' পর্যবেক্ষণ করেছেন।

"আমাদের বিবেচনার জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারী এবং অন্যান্য অনুরূপভাবে স্থানপ্রাপ্ত প্রার্থীরা কি অভূতপূর্ব কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সিএসই ২০২১-এর জন্য আরেকটি/অতিরিক্ত সুযোগ পাওয়ার যোগ্য কিনা, যা অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ২০২০ সালের পরীক্ষায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে"।

২৬) কোনও সন্দেহ নেই যে ভারত বা বিশ্বের ফরেস্টের জন্য কোভিড-১৯ অভূতপূর্ব অনুপাতের একটি বিপর্যয়। কোভিড-১৯ মহামারীর সংকট ভারত সহ বেশিরভাগ দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রতিক্রিয়ার জন্য কঠোরতম পরীক্ষা প্রদান করেছে। ভাইরাসের অভূতপূর্ব বিস্তারের কারণে, বিশ্ব একটি ভার্চুয়াল লকডাউনে চলে গিয়েছিল কারণ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের অঞ্চলে প্রবর্তিত সম্ভাব্য মামলার কঠোর স্ক্রিনিং শুরু করেছিল। বিপর্যয়গুলি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি এবং নীতি এবং তাদের বাস্তবায়ন ব্যবস্থার জন্য পরীক্ষার সময়। আমরা বিচারিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি যে, যখন কোভিড-১৯ ভারতে আঘাত হানে, তখন মহামারী থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সঙ্কটকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে রাজ্যকে ক্ষমতায়িত ও সক্ষম করার জন্য দেশের কাছে ইতিমধ্যে আইনি ও প্রশাসনিক সরঞ্জাম ছিল। সবচেয়ে আইনি উপকরণগুলির মধ্যে দুটি হল বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এবং মহামারী রোগ আইন, ১৮৯৭ যা ২০২০ সালে সংশোধিত হয়েছিল।

২৭) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লুএইচও) এটিকে একটি বিশ্বব্যাপী মহামারী হিসাবে ঘোষণা করেছে। কেবল তা-ই নয়, এর ব্যাপক বিস্তারের কারণে দেশগুলি আন্তর্জাতিক ভ্রমণ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পাশাপাশি নিজেদের তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। এছাড়াও, মহামারীটির বিস্তার নিয়ন্ত্রণের একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ে লকডাউনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি দেশই এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছে।

২৮) ২৫শে মার্চ, ২০২০-তে, প্রায় দেড় মাস আগে পাস হওয়ার পর থেকে ভারতে প্রথমবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ (ডিএম আইন) চালু করা হয়েছিল কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায়, যা তখন ছড়িয়ে পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) যা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ অনুসরণ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এমএইচএ) দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, ২৪শে মার্চ, ২০২০ তারিখে ডিএম আইনের ৬ (২) (i) ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এই আদেশে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মন্ত্রক ও বিভাগগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "দেশে কোভিড-১৯-এর বিস্তার রোধ করতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা" করার জন্য।

২৯) কোভিড-১৯ মহামারীর এই বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রতিক্রিয়াটি সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, দেশে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের স্ক্রিনিং, ফলো-আপ নজরদারি এবং সংক্রামিত ব্যক্তিদের সন্ধানের মাধ্যমে আমাদের দেশে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল।

এর পরে দেশব্যাপী ধারাবাহিক লকডাউন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলঃ লকডাউন ১ (২৫শে মার্চ, ২০২০ থেকে ১৫ই এপ্রিল, ২০২০), লকডাউন ২ (১৬ শতাংশ এপ্রিল, ২০২০ থেকে ৩রা মে, ২০২০) এবং লকডাউন ৩ ও ৪ (৪ঠা মে, ২০২০ থেকে ১৭ই মে, ২০২০ এবং তারপর ৩১শে মে)। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত এই লকডাউনগুলি বাস্তব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সুযোগ এবং প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়।

৩০) তা সত্ত্বেও, কোভিড-১৯ মহামারী সকল স্তরের সাধারণ মানুষের জীবিকাকে প্রভাবিত করেছে, তা সে শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরই হোক না কেন, প্রাক-বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত। বিভিন্ন দেশ ব্যাপক আর্থ-সামাজিক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের জন্য অভূতপূর্ব পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য তার পদক্ষেপ রেখে গেছে, যার মুখোমুখি সবাই হয়েছে এবং হঠাৎ করে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জীবনধারা, তার কর্মপদ্ধতি, সামাজিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত মানবাধিকার, সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে শুরু করে পারিবারিক আয় পর্যন্ত সবকিছু বদলে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাদের আরও শক্তিশালী করে তুলেছে এবং অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটাই শিখি। একটি পুরানো প্রবাদ আছে "প্রতিটি মন্দের মধ্যে ভাল আছে"। তবুও জীবনকে সমস্ত পরিস্থিতিতে এগিয়ে যেতে হয়, এবং এই দেশটি এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের অর্থনীতি ও জীবনকে স্থিতিস্থাপকভাবে প্রতিহত করেছে, 'মানুষ প্রত্যাশার চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে স্বাভাবিকতার পথে রয়েছে।

৩১) আবেদনকারীদের তাত্ক্ষণিক মামলার তথ্যে ফিরে যাওয়ার সময়, প্রথম ব্লাসে তাদের দ্বারা যা প্রার্থনা করা হয়েছে তা আকর্ষণীয় বলে মনে হয় তবে বিভিন্ন কারণে এটির আইনি শক্তি এবং ভিত্তির অভাব রয়েছে।

৩২) ২০২০ সালের বিধিমালা, যার বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে ৪ ও ৬ নং বিধিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশের বয়স ২১ বছর এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য প্রস্থানের বয়স ৩২ বছর এবং প্রতিটি প্রার্থী ন্যূনতম ১১ বছর পাবে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য, অর্থাৎ, সি. এস. ই., তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে। যারা সংরক্ষণের দাবি করে উল্লম্ব/অনুভূমিক, তাদের জন্য অসংখ্য/সীমাহীন সুযোগ রয়েছে এবং বয়সের ছাড়েরও অধিকারী। সুতরাং, এই প্রকল্পটি সমস্ত স্তরে প্রার্থীদের এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে। আরও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ২০২০ সালের বিধি ৬ এর অধীনে, একটি স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে বিভিন্ন বিভাগের জন্য তালিকাভুক্ত শিথিলকরণের সাপেক্ষে, নির্ধারিত বয়সসীমা কোনও অবস্থাতেই শিথিল করা যাবে না। সাধারণ বিভাগে অংশগ্রহণকারী এবং ৩২ বছর বয়স অতিক্রমকারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, ২০২০ সালের তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত উচ্চ বয়সসীমায় কোনও ছাড় দেওয়ার কোনও বিচক্ষণতা কর্তৃপক্ষের নেই।

৩৩) ২০১৫ সাল থেকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সিলেবাস পরিবর্তন হয়নি এবং ২০২০ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য ১ম উত্তরদাতা কর্তৃক ২০২০ সালের নিয়মাবলী অবহিত হওয়ার পরে, প্রথমবার বিজ্ঞপ্তিটি ২০২০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ৩১শে মে, ২০২০ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারীর অভূতপূর্ব পরিস্থিতির কারণে, কমিশন পরীক্ষা স্থগিত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, লকডাউন শিথিল করার পর, শেষ পর্যন্ত ৫ জুন, ২০২০ তারিখে ৪ অক্টোবর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং, তাই, তিন মাসের পরিবর্তে, প্রার্থীরা অতিরিক্ত পাঁচ মাস (অর্থাৎ আট মাস) পেয়েছিলেন যা নিয়ম ২০২০ এর স্কিমের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

৩৪) বিধিমালা ২০২০-এর অধীনে, শুধুমাত্র ফর্ম পূরণ করা একটি প্রচেষ্টার সুবিধা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি কেউ প্রাথমিক পরীক্ষার যে কোনও একটি পত্রিকায় উপস্থিত হন, যা প্রার্থী দ্বারা নেওয়া একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করা হয়েছিল এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, আবেদনপত্র পূরণ হওয়ার পরে, যে প্রার্থীরা কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের আবেদনপত্র প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন, কমিশন দ্বিতীয়বারের জন্য উইন্ডোটি খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা সাধারণভাবে নিয়মের পরিকল্পনার অধীনে উপলব্ধ নয়, সেই প্রার্থীদের জন্য যারা ১লা আগস্ট, ২০২০ থেকে ৮ই আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত তাদের আবেদন প্রত্যাহার করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু পরীক্ষাটি ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০-তে নির্ধারিত ছিল, তাই শুধুমাত্র সেই সমস্ত প্রার্থীরা রয়ে গেছেন যাঁরা ২০২০-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পর তাঁরা যখন যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি, তখন কোভিড-১৯ মহামারীর সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে বর্তমান মামলা মোকদ্দমাকে একটি পথ দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা ৪ঠা অক্টোবর, ২০২০-এ কমিশন কর্তৃক প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে তাতে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

৩৫) এই আদালত এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারে না যে, ২০২০ সালের বর্তমান পরীক্ষা ছাড়াও, এই আদালতের নজরে আনা হয়েছে যে, কোভিড ১৯ মহামারী চলাকালীন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় পরিষেবার জন্য অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষা/নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে,

এবং তা ছাড়াও, রাজ্য কমিশন/নিয়োগকারী সংস্থাগুলি অবশ্যই বিভিন্ন পরিষেবার জন্য তাদের পরীক্ষা/নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করেছে এবং কেবলমাত্র বর্তমান আবেদনকারীরা এই আদালতে অভিযোগ করেছেন বলে, কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত সুযোগ/প্রচেষ্টা চাওয়ার উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্নভাবে নেওয়া যাবে না, যা কেবল ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরাই নন, বরং রাজ্য কমিশন বা অন্যান্য নিয়োগ সংস্থা কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষা/নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরাও সম্মুখীন হয়েছেন এবং সাধারণভাবে সমাজের প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনোভাবে, কিন্তু এটি কোনওভাবেই আবেদনকারীদের অতিরিক্ত সুবিধা/প্রচেষ্টা দাবি করার বৈধ অধিকার দেয় না যা অন্যথায় বিধি ২০২০ এর প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত নয়।

৩৬) যতদূর তাত্ক্ষণিক মামলার কথা বলা যায়, সাধারণ বিভাগে উপস্থিত প্রার্থীদের জন্য সীমিত প্রচেষ্টা রয়েছে এবং ২০২০ সালের বিধিমালাটি প্রথম উত্তরদাতাকে প্রচেষ্টায় বা বয়সে ছাড় দেওয়ার জন্য কোনও বিচক্ষণতা প্রদান করে না এবং যে কোনও বিচক্ষণতার অনুশীলন যা প্রথম উত্তরদাতার সাথে ন্যস্ত হয় না, যদি প্রয়োগ করা হয়, তবে ২০২০ সালের বিধিমালা লঙ্ঘন করে।

৩৭) পূর্ববর্তী কার্যধারায় ২০২০ সালের ১০১২ নং রিট পিটিশনে (দেওয়ানি) এই আদালতের ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের আদেশের কথা বিবেচনা করে, এই আদালত সেই সমস্ত প্রার্থীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি দেখিয়েছে, যাঁরা তাঁদের শেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্য বয়সও নিষিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যদি তাঁদের কাছে কোনও ছাড়পত্র দেখানো যেতে পারে। এই আদালতের আদেশ মেনে, ১ম উত্তরদাতা এমন একটি উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন যা এই ধরনের প্রার্থীদের সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব এবং এই আদালতের সামনে এটিও সংরক্ষণের সাথে রেখেছেন যে ২০২০ সালের পরীক্ষায় শেষ এবং চূড়ান্ত প্রচেষ্টার সুবিধা নেওয়া প্রার্থীদের জন্য একটি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে তবে শর্ত থাকে যে-তারা ২০২০ সালের বিধিমালার বিধি ৬ এর অধীনে প্রদত্ত তাদের নিজ নিজ বয়সের মধ্যে রয়েছে। প্রস্তাবটি নথিতে রাখার পরে, এমনকি আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীরা নিজেদের মধ্যে আদালতে জমা দিয়েছিলেন যে প্রথম উত্তরদাতা তাদের মতে এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে প্রস্তাব রেখেছেন তা বৈষম্যমূলক এবং সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

৩৮) আমাদের বিবেচনার জন্য ১ম উত্তরদাতার দ্বারা প্রদত্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলার ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা যে অনুরোধ করা হয়েছে তার মধ্যে আমরা সত্যতা খুঁজে পাই।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যে কারণে শেষ পরীক্ষার্থীরা কষ্ট পেয়েছেন, সেই কারণে যদি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা কেবল শেষ পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল পরীক্ষার্থী (যেমন ১ম, ২য় ইত্যাদি) অবশ্যই রিট আবেদনকারীদের মতো একই পরিণতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেকেই কোভিড-১৯ মহামারীর সময় কোন না কোনভাবে কষ্ট পেয়েছেন। একই সময়ে, এই যুক্তিটি উচ্চ বয়সের বাধা অতিক্রমকারীদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আরও তা হল, যখন প্রথম বিবাদীর কাছে ২০২০ সালের বিধিমালার ৬ নং বিধির অধীনে প্রদত্ত ব্যতীত প্রার্থীদের বয়সসীমায় শিথিলকরণের কোনও বিচক্ষণতা অবশিষ্ট থাকে না, যা বর্তমান আবেদনকারীরা অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করার অধিকারী নন এবং এটি ছাড়াও, যারা প্রস্তুতির অভাবে বা কিছু ব্যক্তিগত কারণে তাদের ফর্ম প্রত্যাহার করেছেন কিন্তু সি. এস. ই ২০২১-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য উচ্চ বয়স সীমা অতিক্রম করেছেন, তারাও দাবি করার সমান অধিকারী হবেন এবং প্রার্থী ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন কিনা এবং শেষ প্রচেষ্টাটি গ্রহণ করেছেন কিনা বা প্রচেষ্টা এখনও তাঁর হাতে রয়েছে কিনা বা উচ্চ বয়স সীমা অতিক্রম করেছেন কিনা তা নিয়ে কোনও পার্থক্য করা যাবে না।

৩৯) আমরা নিশ্চিতভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, ২০২০ সালের বিধিমালার অধীনে প্রচেষ্টা বা বয়সের ক্ষেত্রে কোনও ছাড় পাওয়া যায় না, একই সাথে, আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষ থেকে বৈষম্যমূলক চরিত্রের অভিযোগ ব্যতীত প্রথম বিবাদীর দ্বারা আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রস্তাব, আমরা এও মনে করি যে, এই পরিস্থিতি এবং বিধি ২০২০-র পরিকল্পনার অধীনে প্রচেষ্টায় বা বয়সে অনুমোদিত নয় এমন কোনও শিথিলতা এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয় যা বিধি লঙ্ঘন করা ছাড়াও বৈষম্যমূলক হতে পারে এবং ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের এই আদালতের আদেশ মেনে প্রথম উত্তরদাতা যা প্রস্তাব করেছেন তা বাস্তবায়নে বিচক্ষণতা প্রয়োগ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

৪০) আবেদনকারীদের পক্ষে বৈধ আইনজীবী জমা দেওয়ার জোর ছিল যে পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলিতে নীতি হিসাবে উত্তরদাতার দ্বারা বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বর্তমান আবেদনকারীদের একটি বৈধ প্রত্যাশা রয়েছে যে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় আবেদনকারীরা যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন তা কাটিয়ে উঠতে সরকারকে অবশ্যই তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হবে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের ন্যায্য বিবেচনা ও কার্যকর অংশগ্রহণের অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে যা সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

৪১) আমাদের মতে, জমা দেওয়ার বিষয়টি এই কারণে ভিত্তিহীন যে, পূর্ববর্তী সময়ে কার্যনির্বাহী কর্তৃক গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ, যার উল্লেখ করা হয়েছে,

তা সর্বদা সংশ্লিষ্ট সময়ের কার্যপরিধি ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল এবং যেসব পরিস্থিতিতে যোগ্য কর্তৃপক্ষ বা প্রথম প্রতিপক্ষ কর্তৃক তা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে স্বাধীনভাবে পরীক্ষিত হতে হবে, যেমনটি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪২) তাদের আরও অভিযোগ যে উচ্চ বয়সসীমা এবং বিভিন্ন বানানে প্রচেষ্টার সংখ্যায় সর্বদা পরিবর্তন হয় এবং আরও জোর দেওয়া হয়েছিল যে ২০১৫ সালে, প্রথম উত্তরদাতা সি. এস. ই ২০১১-তে উপস্থিত প্রার্থীদের জন্য ২০১৫ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় আরও একটি প্রচেষ্টার অনুমতি দিয়েছিলেন। যদিও উত্তরদাতারা তাদের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, যেহেতু ২০১১ সালের সিভিল সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষার ধরণে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে, প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, প্রথম উত্তরদাতা তার বিজ্ঞতার সাথে বিবেচনা করেছেন যে, যারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, ২০১৫ তে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা অতিক্রম করার কারণে অথবা প্রচেষ্টার সংখ্যা শেষ হওয়ার কারণে, আরও একবার পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত, এটি এমন একটি পরিস্থিতি ছিল যা অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম উত্তরদাতার উপর প্রবল ছিল তবে আবেদনকারীদের জন্য এটি ভিত্তি বা ভিত্তি হিসাবে তৈরি করা যাবে না যা ২০২০ সালের বিধি অনুসারে অনুমোদিত নয় বা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সহায়তায় একটি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা দাবি করার নজির হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

৪৩) এটি আইনের স্থিরীকৃত নীতি যে নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি খুব সীমিত উদ্দেশ্যে এই আদালত দ্বারা বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত এবং এই আদালত এইভাবে প্রণীত জননীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি এটি একেবারেই কৌতুহলী, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী বা কারণ সম্পর্কে অবহিত না হয় এবং এই আদালত দ্বারা ভারতে ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম এম, সেলভাকুমার এবং আরেকজন ২০১৭ (৩) এসসিসি ৫০৪-তে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

"৪৭) আরও একটি কারণ রয়েছে যার কারণে আমরা মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং দিল্লি হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নিতে অক্ষম। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বিভাগের প্রার্থীদের জন্য অনুভূমিক সংরক্ষণ এবং শিথিলকরণ সরকারি নীতির বিষয় এবং প্রাসঙ্গিক উপকরণ বিবেচনা করার পরে সরকার সংরক্ষিত বিভাগের পাশাপাশি সাধারণ বিভাগের শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ছাড় এবং ছাড় দিয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট জননীতি জ্ঞানী এবং গ্রহণযোগ্য কিনা, নাকি আরও ভালো নীতি বিকশিত হতে পারে, তা তদন্ত করা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয়।

আদালত কেবল তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি প্রণীত নীতিটি সম্পূর্ণ কৌতুহলী এবং কারণ দ্বারা অবহিত না হয়, বা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হয়, যা সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকে আঘাত করে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৪) এই ক্ষেত্রেই ইউপিএসসি-সিএসই পরীক্ষায় শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার সংখ্যা ৪ থেকে বাড়িয়ে ৭ করা হয়েছিল এবং ওবিসি-র প্রার্থীরা এই আদালতে আবেদন করেছিলেন যে প্রচেষ্টার সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ১০ করা হোক, যা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী বিভাগের ক্ষেত্রে করা অতিরিক্ত ৩টি প্রচেষ্টা, কিন্তু উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য এই আদালত তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৪৫) একটি নীতিগত সিদ্ধান্তের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নীতি প্রণয়নের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করা একেবারেই আলাদা। উন্নত প্রশাসনের জন্য এবং প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া কার্যনির্বাহীর ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে তবে একই সাথে আইন প্রণয়ন করা আদালতের ক্ষেত্রের মধ্যে নেই। আদালত আইনগুলি ব্যাখ্যা করে এবং এই ধরনের ব্যাখ্যায় কিছু সৃজনশীল প্রক্রিয়া জড়িত থাকে। আইনটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। তাও যেখানে এটি আহ্বান করা হয়। কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তের বৈধতা বিবেচনা করার জন্য আদালতকে তখনই আহ্বান জানানো হয় যখন কোনও বিরোধিতা করা হয় যে এই ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত সংবিধান বা অন্য কোনও বিধিবদ্ধ অধিকার দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। শুধুমাত্র একটি নীতিগত বিষয় হিসাবে, যদি প্রথম উত্তরদাতা অতীতে পরীক্ষার ধরণ/পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন হওয়ার কারণে শিথিলতা মঞ্জুর করেন এবং প্রদত্ত পরিস্থিতিতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বাধা হিসাবে বিবেচিত হন, তবে আবেদনকারীরা প্রথম উত্তরদাতার কাছে কোনও সহায়তা দাবি করতে পারবেন না যাতে অংশগ্রহণকারীদের ছাড় দেওয়ার নীতি নিয়ে আসতে পারেন যারা চূড়ান্ত এবং শেষ প্রচেষ্টাটি গ্রহণ করেছিলেন বা অধিকারের বিষয় হিসাবে ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উচ্চ বয়স অতিক্রম করেছেন।

৪৬) এটা আমাদের নজরে আনা হয়েছে যে শুধুমাত্র এই আদালতের সামনে আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীরা নয়, বরং কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বিপুল সংখ্যক প্রার্থী রয়েছেন এবং প্রত্যেকে অবশ্যই কোনও না কোনওভাবে কিছু বাধা/অসুবিধা/অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই আদালত বিচারিক বিজ্ঞপ্তি নিতে পারে যে এই আবেদনকারীরা ২০১৫ সাল থেকে আগের বছরগুলিতে একই ধরনের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবং

কোভিড-১৯ মহামারীর ছদ্মবেশে যা দাবি করা হচ্ছে এবং প্রার্থনা করা হচ্ছে তা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২১ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত প্রচেষ্টা গ্রহণের একটি পঙ্গু অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আমাদের সামনে যে জমা দেওয়া হয়েছে তার কোনওটিতেই আমরা কোনও সারবত্তা খুঁজে পাই না।

৪৭) কমিশন কর্তৃক এই আদালতে দাখিল করা তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় পরিষেবা কমিশন দ্বারা বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্বাচনগুলি অবশ্যই রাজ্য কমিশন এবং অন্যান্য নিয়োগকারী সংস্থাগুলি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদি এই আদালত ২০২০ সালের পরীক্ষায় অংশ নেওয়া কয়েকজনকে অনুগ্রহ দেখায়, তবে এটি একটি নজির স্থাপন করবে এবং অন্যান্য ধারার পরীক্ষার উপরও প্রভাব ফেলবে, যার জন্য আমরা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২ এর অধীনে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করছি।

৪৮) তবে, আমরা এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এই সিদ্ধান্তটি, প্রয়োজন হলে, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই আদালতের সামনে উত্থাপিত অসুবিধাগুলির প্রকৃতি তুলে ধরে, প্রথম উত্তরদাতা বা কার্যনির্বাহীকে বৈঠকে তার বিবেচনার প্রয়োগ করতে বাধা দেবে না।

৪৯) ফলস্বরূপ, আবেদনটি ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়।

৫০) মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

নিধি জৈন রিট পিটিশন খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee